মান-কুঞ্জ।

(গীতি-নাট্য)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত।

মান-কুঞ্জ।

(গীতি-নাট্য)

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২নং, হরিমোহন বসুর লেন, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"

শ্রীবিহারীলাল নাথ, দ্বারা মুদ্রিত।

মান-কুঞ্জ।

(গীতি-নাট্য)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুসুম কুঞ্জ—পার্শ্বে যমুনা প্রবাহিতা।

শ্রীকৃষ্ণ, রাধা, বৃন্দা, ললিতা ইত্যাদি সখীগণ।

গীত।

সখীগণ। আবেশে বিভোর, ছুটী মনোচোর,
ধরাধরি করি গলে।
ফুলে ফুলে দুলে, ফুল প্রাণ খুলে,
চুপি চুপি কত বলে।
চুমিছে জোছ'না ফুল কলি,
সোহাগে বিভোলা ঢলি ঢলি,
মধুরে আদরে, শশী হাসি ধ'রে,
যমুনা লহরী চলে।
(মরি কল কলে)॥
মিশে পিকস্বরে সমীর স্বরে,
কত কত স্মৃতি চোখে ধরে

খেলে লুকোচুরি, প্রাণে কারিকুরি,
আবে ভাবে কত ছলে।
(আহা ভাবে চলে) ॥

শ্রীকৃষ্ণ। (শ্রীরাধিকার প্রতি)

গীত।

রঞ্জিত চরণ চারু, প'ড়েছে যমুনা জলে।
পরম পুলকে তাই, বুঝিবে লহরী চলে ॥
আধ' চাঁদ নীলাকাশে,
আধ' অনুরাগে হাসে,
যমুনারি বুকে ভেসে,—সাথে ল'য়ে তারাদলে ॥
পেয়ে পদছায়া তোর,
প্রকৃতি আমোদে ভোর,
কুসুমে মিশায়ে কায়, (হায় !) লুটিছে চরণ-তলে ॥

রাধা। তোমারি সুষমা-ল'য়ে,
আছি গরবিনী হ'য়ে,
রবি ছবি হৃদে ধ'রে, বিভোরে চন্দ্রমা চলে ॥

শ্রীকৃষ্ণ। নীরব প্রকৃতি, জাগাইলে সতি !
সুমধুর কল তানে।
স্তিমিত চন্দ্রমা, নীরব সুষমা
জীবিত যেন রে প্রাণে ॥
শোভিছে সুন্দর, কুঞ্জ মনোহর,
কুঞ্জ আনোদিনী, ধনি !

তোরি সুর সঙ্গে, বিমোহিত হ'য়ে

ভুলিতেছে পিক ধ্বনি !!

ফিরাই নয়ন, করি দরশন,

সুন্দর সকলি আহা !

অতুল শোভায়, মাধুরীমালায়,

শোভিত ক'রেছে যাহা ॥

(হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া,

রাধার কিঞ্চিৎ পশ্চাৎগমন।)

শ্রীকৃষ্ণ। পরগৃহে এসে, প্রথম পরশে,

নববধূ যথা হয় !

বৃন্তচ্যুত হ'লে, অমল কমলে,

শিহরি' যে ভাবে রয় !!

সে ভাবে মগন,—কেন প্রিয় ধন,

যেন শূন্যমনা প্রায় !

জগৎ সংসার, যেন একাকার,

চেয়ে মুখ পানে হায় !!

রাধা। তোমার অঙ্গে ও কার ছায়া ? ও যে নারীর প্রতিমূর্ত্তি ! বুঝি, আপনার হৃদয়-প্রতিমার ছবি সঙ্গে ক'রে এনেছ' ?

শ্রীকৃষ্ণ। সে কি ?

রাধা। 'সে কি' কি ? চতুর! তোমার চাতুরি বোঝা ভার। তোমায় ভাল জানি ! শুধু মুখের কথায়, আর মুখের ভালবাসায়, আমায় ভুলিয়ে রেখেছ' ! নারীর প্রাণ, কুটিলতা জানিনা,—ভালবাসি ; যা' বল, তাইতেই ভুলে যাই। আজ হাতে নাতে ধরা

প'ড়েছ! যাকে ভালবাস,—তাকে এক কণ্ডচোখের আড়'ক'রতে চাওনা; তাই বুঝি হৃদয়ের ছবি অঙ্গে ফুটে বেরিয়েছে?

ললিতা। ঠাকুরুণ! আমরাই পরের জন্ত মরি! ওরা কি ধরা দেয়? 'অনেকের প্রাণ' যারা, তাদের কেবল মিষ্টি কথাই সম্বল! পোড়া পিরীতের কথা কও কেন? তুমি যদি পায়ে ঠেল্‌তে, তুমি যদি না ফিরে চাইতে' যেচে পায়ে প্রাণ বিলুতে এলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে,—তাহ'লে দেখ্‌তে,—যে এখন তোমায় এত অযত্ন ক'চ্চে, হাসি মুখে ভালবাসি ব'লে দাগা দিচ্চে, সে পায়ের নূপুর হ'য়ে থাক্‌তো কি না? তুমি কেন আপনার মান খোওয়াও? নিজের কদর বোঝ'না, তাই ত'এত হেলার ফেলার জিনিষ হ'য়ে প'ড়েছ! গরব ভরে থেক'। সাধলে কাঁদলে কথা ক'ও না! যে ব্যাথা বোঝেনা, তার কথায় কান নাই বা দিলে!

শ্রীকৃষ্ণ। প্রেমময়ি! জাগ্রতের বাসনা, নিদ্রার স্বপন তুমি আমার, জীবনের তমঃ পারাবার, আলোকময়ী কাণ্ডারী তুমি তার! সংসার সাগরের ধ্রুবতারা, অদর্শনে নিমেষে আপন-হারা! লক্ষ্যভ্রষ্ট তোমা বিনা, তাকি জান না?—হৃদয়ের আরাধ্য দেবী,—তুমি লো আমার,—তোমারই মূরতি মনোহর জীবনের সার! তোমা বই আর কার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্গে রাখ্‌বো? আমার স্ফটিক অঙ্গে, তোমার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি প্রতিফলিত হ'য়েছে, তারই ছায়া তুমি দেখছো!

রাধা। তোমার মুখে মধু ভরা, বঁধু! জানতো আছে।
ঢেলে দাও সোহাগ ধারা, থাক' যার কাছে॥
চোখের কোণে ফুটিয়ে আলো, আঁধার কর দূর।
ভাঙ্গা বীণে বাজিয়ে প্রাণে, তোল' মধুর সুর॥

খুলে দিয়ে মনের কপাট, দেখাও ছবি কত।
যত দেখে হৃদ্ জ্বলে, (সাধ) বেড়ে ওঠে তত ॥
(শেষে) হেসে হেসে বুকে ব'সে, বিষের ছুরি মেরে।
অকূলে এস' ফেলে, (সে) পড়ে বিষম ফেরে ॥
কাজ কি ব্যথা, যাওনা সেথা, (প্রাণ) সেধে যারে চায়।
পরের 'প্রাণে' আপন ক'রে প্রাণ কি পাওয়া যায় ॥

শ্রীকৃষ্ণ। প্রেমময়ী রাধে! তুমি যে প্রেমময়ি! মর্ম্ম পিড়ীতের মর্ম্ম বেদনা, প্রাণে ধর্‌তে পাচ্চ না? ব্যথিতের ব্যথায় মুখ তুলে চাইচ' না? অমন কমনীয় অঙ্গে কঠিনতা মিশিয়ে রেখেছ'?

চোখের বালি বুঝি তোমার তাইতে এমন কর!
হাসি মুখে থাকি যদি বিষাদ এনে ধর ॥
(আমার) চোখের পাতা শুষ্ক দেখে, ব্যথা বুঝি পাও।
নইলে কেন প্রাণের ভিতর শেল ফুটিয়ে দাও ॥
তোমার প্রেমে ভাসিয়ে দিয়ে মান অভিমানে।
প'রেছে যে সাধের ফাঁসি, দাগা তার প্রাণে?
খুলে নিয়ে গলার ছুরি, যা হয় কর পরে।
বুকে তুলে সোহাগ ক'রে, (শেষে) ফেল্‌লে হতাদরে?
প্রেমের এত দাগাদারি জানি কি ছাই আগে?
জান্‌লে পরে সাধ ক'রে কে মজে অনুরাগে ॥

গীত।

অহি পদ পঙ্কজে, ঢেলেছি পরাণ,
মুগ্ধ মন অব, ত' তুঁহারি।

ভাব বিভোর! আহা! তুঁহু তুঁহু নয়ান,
পলকহীন আঁখি হোয় হামারি॥
তিরপিত মানস না মিটে পিয়াসা,
মৃণালক-সুতা সম বাড়ে প্রেম আশা,
নিরজনে বসি বিধি, গড়ল লো হৃদি-নিধি!
বিমল জোছনা মাখা অহিরূপ মাধুরি :—
তুয়া মুখ নলিন, নেহারি লো মলিন,
নীরস সরস ফুল, নীরব শুক সারি॥

ললিতা। (তোমার) মুখের আদর, জানি নাগর
(মন) ওতে কি আর ভোলে?
চোখে দেখে ঝরা ফুল, কে আর বল তোলে?
(তোমার) ভাঙা পিরীত জোর ক'রে কি জোড়া দেওয়া যায়!
মরুভূমে মাথা খুঁড়ে, কে বল জল পায়?
(রাধাকে দেখাইয়া)
কোমল বুকে হীরের ছুরি মেরনাক' আর।
তোমার যাদু জানি বঁধু মায়া বোঝা ভার॥
(যার) প্রেমের ফাঁস, জড়িয়ে প'ড়ে, পর হ'ল আপন।
হতাদরে ঠেল্‌লে পায় ব্যথার ব্যথি জন॥
প্রেম পসরা মাথায় নিয়ে, তারি কাছে যাও।
চোখে চোখে মুখে মুখে প্রেমের সোহাগ দাও॥

শ্রীকৃষ্ণ। (শ্রীরাধার প্রতি)
সেধে কেঁদে স্বধু যাব কিরে ফিরে, গেলনা গেলনা মান।
সুধা আকিঞ্চনে, অনল ঢালিলে? কাতর পিপাসী প্রাণ॥

আশায় আসিয়া নিরাশ হইয়া, হতাশ লইয়া যাব ?
অযাচিত মন করি সমর্পণ, খালি অনাদর পাব ?
জাননা জাননা ওলো সুলোচনা প্রাণ দেখাবার নয়।
জীবন-তরঙ্গ কি যে ভাবে ওঠে, কি ভাবে সে পুনঃ লয়॥
কি ছার ভ্রমের মিছার কল্পনা, ধরিয়া হৃদয়াধারে।
সাধের জোছনা, ঢালিয়া কালিমা, বিমলিন কর তারে ?
মরমে মরমে এঁকেছি যতনে, হৃদয় প্রতিমা রূপ।
আঁধার আকাশে শুক তারা সম, রূপ রূপ অপরূপ॥

বৃন্দা। (যে) ব্যথা বোঝে তারির কাছে মনের কথা খুলি।
কথায় কথায় মান খোওয়াব (আর) মুখ দেখে কি ভুলি॥
খুঁজে খুঁজে বুঝে বুঝে ফুলটি হাতে পেয়ে।
ছুটকে বেড়াও হেথা সেথা, ঠুকরে মধু খেয়ে॥
ছল বুঝেছি, আর কি মজি, কাজ কি বঁধূ আর ?
প্রাণের বোঝা নামিওনাক,' কাঁদা কাটা সার॥

শ্রীকৃষ্ণ। (শ্রীরাধার প্রতি)
হৃদয়ের চাঁদ ! কেন সাধ বাদ, চাও চাও ফিরে চাও।
চরণে ধরিয়া কাতরে লো সাধি, আর কেন ব্যথা দাও॥
তোমারি র'য়েছি,তোমারি থাকিব,আরতো কাহারো নই।
যার তরে যাহা সৃজিত ধরায় অন্যে তাহা পায় কই।

গীত।

যদি অপরাধী, পায়েধরে সাধি,—
কোমলতা-ময়ি ! হও না নির্দয় !

বুঝে কি বোঝ না, কত যে যাতনা,—
বাসনা সাগর, দেখাবার নয়॥
অকপটে প্রাণ করেছি গো দান,
শুধু হতাদর পাব প্রতিদান?
ছি ছি একি হায়! প্রেমের বিধান,—
পায়ে ঠেলে প্রাণ, তবু তারি রয়॥

ললিতা। (রাধার প্রতি)

যেমন আছ তেমনি থাক, (গরব) লুটায়ে দিও নাক'!
ধ'রে তবে ধরা দিও, (আগে) বাঁধা পড়ো নাক॥
চতুর নটের ঠাটের ছড়া জান্‌তে বাকি নাই।
বুঝে তবে মান বিলিও রসময়ী রাই॥

শ্রীরাধা। গীত।

ভাল জান প্রেম প্রতিদান!
জেনেছি বঁধু হে তুমি পরেরি পরাণ॥
ধরিতে সাগর বারি, পারি কি অবলা নারী,
আকাশ কুসুম হায়! বৃথা আশা তারি!
কপট সোহাগে হ'ল নাস্ত্র মান অবসান॥

শ্রীকৃষ্ণ। গীত।

বুঝলে না ত' ব্যথির ব্যথা, প্রাণের গাথা রাখি মনে।
ভালবাসি, আশায় আসি, ভাঙ্‌বে না প্রেম অযতনে॥

মরম ফাঁস খুলে নিয়ে, লাজ মান বিলিয়ে দিয়ে,—
সুখ সাধ পায়ে ঠেলে, যাই চলে গহন বনে ॥
খুঁজে খুঁজে ব্যথী দেখে, প্রাণের বোঝা আস্‌বো রেখে,
কত জ্বালা কব ডেকে,—শাখী পাখী সমীরণে ॥

(শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান)

রাধা। চলে গেল ? আমার প্রাণের নিধি অযতনে চোখের অন্তরাল হ'ল ? হ্যাঁলা, তোরা কি করছিলি ? আমি অভাগী নয়, পোড়া মানের ভরে, আপনার প্রাণ বলিদান দিয়ে ব'সে ছিলেম, তোরা কেন যেতে দিলি ? তোরা কেন ধ'রে রাখলিনি ? সে আমার, সে আমার ; সে কি আর কারও হয় ? আমারই চোখের ভ্রম ! আমি কি দেখ্‌তে,—কি দেখেছিলেম, বুঝি সে আর আস্‌বে না। তার কোমল হৃদয়ে-পাষাণী আমি,—বড় ব্যথা দিয়েছি, আর কি সে আস্‌বে ?

গীত।

সে ত' সই আমায় ছাড়া নয়।
যেচে জ্বালি মনের আগুণ,—
আমার সে যে, পর কি হয় ?
বুঝিনাত' কেমন খেলা, হাতে পেয়ে পায়ে ঠেলা,
ছি ছি ছি সাধের প্রেমে কে আনে ছলা !
(আবার) ধ্যানের ছবি হৃদে এঁকে,—
প্রাণে প্রাণে কথা কয় ॥

———

বৃন্দা। গীত।

মনে কেন মন বোঝ' না, মনের কথা মনই জানে।
দেখ' না মন খোঁজনা, পড়বে কেন বিষম টানে ?
সেধে বাদ কেন সেধে, বুকে শেল কেন দেবে,
ভুলে ছাই ভুল ধরনা, মজবে মজ আপন প্রাণে ॥

ললিতা। ঠাকুরুণের আমার সবই কেমন কেমন! যখন দু পায়ে ঠেলালেন, যখন ফিরে চাইলেন না, যখন মানের ভরে গরবিণী গরব ভরে রইলেন, তখন একবার মনে হ'ল না, যে পরে কাঁদতে হবে। এমনি ক'রে বুকে হাত রেখে, হা হুতাশ শুনতে হবে! দেখ ভাই! যদি কৃষ্ণকে চাও, তবে মান অভিমানে ভাসিয়ে দাও! আপনার পানে, ফিরে চেওনা!

(পৌর্ণমাসীর প্রবেশ।)

গীত।

ফুল ফুটি গাও হরিগান।
অই ডাকি তাঁরে, কলস্বরে যমুনা চলে উজান ॥
শশী তারাদল হাসে,
তাঁরি প্রেমে নীলাকাশে,
আয় না তবে আমরা হাসি, তাঁরি প্রেমে ঢালি প্রাণ ॥

পৌর্ণ। জয় কুঞ্জ বিলাসিনী, ভক্ত বিনোদিনী,
সত্য সনাতনী, প্রকৃতি রূপা।
জয় প্রেম প্রমোদিনী, সৃষ্টি স্বরূপিণী,
প্রেম ভিখারিণী,—করহে কৃপা ॥

একি ? ফুলময়ী-কুঞ্জ, আজ বিষাদে আবৃত কেন ? সে অনির্বচনীয়

উল্লাস, প্রাণভরা উৎসবে, শোক বিজড়িত কেন? চির বসন্তে আজ ঝঞ্ঝাবাত কেন? প্রশান্ত মহাসাগর, আজ উদ্বেলিত কেন? একি! প্রকৃতিরঙ্গিণী,—তোমার সে হাসি কোথায়?

রাধা। হায় পৌর্ণমাসী, ফুরায়েছে হাসি,
হৃদয়ের মসি, ঘুচায়েছে সব।
সাধের বীণার ছিঁড়িয়াছে তার,
নীরব ঝঙ্কার শুধু হাহা রব॥
কুঞ্জ অধিকারী হৃদয় বিহারী,
হৃদয় আঁধারি চলিয়া গেছে।
দাগা দিছি তারে, তাই কি আমারে,—
ভাসায়ে পাথারে এ দাগা দেছে?

বৃন্দা। ওগো ঠাকরুণ! আমার কাছে শোন! ওঁর এখন অর্দ্ধেক কথা বেরুবে, অর্দ্ধেক দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে মিশে যাবে! ভুক্ত ভোগী না হ'লে, ও হা হুতাশের মর্ম্ম ক'রে, অর্থ বুঝ্‌বে কে বল? এই খানিক আগে নাচন কোঁদন খুব চল্‌ছিলো! হলাহলি, গলাগলি, ঢলাঢলি দেখে কে? হঠাৎ আমাদের ঠাকুরুণ তাঁর গায়ে কোন মেয়ে মানুষের ছায়া দেখ্‌লেন। অমনি ঠাকুরুণের মান হ'ল! তিনি কত কাঁদলেন, পায়ে ধ'রে সাধলেন! এঁর কিছুতেই মান ভাঙলো না। তারপর তিনি চলে গেলে কান্না সুরু কল্লেন। এ পোড়া মান করবার কি দরকার? নিজের বুক বাঁধ্‌তে পারবিনি জানিস্, তবে কেন মুখভার করিস্? আর ওরা কি কখনও আপনার হয়? ওদের ওই কাজ! যেখানে নূতনটী দেখ্‌লে হুড়িয়ে গড়িয়ে প'ড়ে, প্রাণটী নিয়ে সরে এল! তারপর তুমিই বা কার,—আমিই বা কার?

পৌর্ণ। প্রকৃতি রূপিণী রাধে! পুরুষ প্রকৃতি
লীলা, সৃষ্টির সঙ্গম, ধ্যান চক্ষে নহ
অবগত! পুরাইতে ভক্তের বাসনা,
কার্য্যক্ষেত্রে কর্ম্মসূত্র করিয়া ধারণ,
কৃষ্ণরূপে জনম গ্রহণ। রাধা-শ্যাম
এক দেহে। যেই রাধা, সেই কৃষ্ণ। জড়
যেই, তারি কাছে কল্পনার ছবি। বহু
রূপ তাহার নয়নে। জীবনের চির
সম্মিলন, আজন্ম বন্ধন, সমভাবে
রবে চিরদিন; কালের কল্লোলে, যত
দিন, নাহি ডোবে পূর্ণ-ব্রহ্ম নাম। চন্দ্র
সূর্য্য, ছিন্ন-দীপ্তি হ'য়ে, তারামালা সহ,
নাহি মিশে অনন্তের অনন্ত সীমায়—
যতদিন! সংহারের করাল বদনে
যতদিন বিশ্ব নাহি যায়! জ্যোতির্ম্ময়ী
কান্তি তব, প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে তায়,
স্ফটিক বরণে তাঁর। চন্দ্রিমা চর্চ্চিত
নীরে, যথা শশাঙ্কের ছায়া। ভ্রমচিত্র
ধরি হৃদে, অভিমান উপজিল মনে।
বুঝি, অন্য নারী বিহরে সে অঙ্গে রঙ্গে।
লীলার মোহিনী মোহে আচ্ছন্ন, প্রকৃতি?
পূর্ব্বস্মৃতি বিস্মৃত সকলি লীলাময়ি?

ললিতা। ওগো ঠাক্‌রুণ! তোমার ছড়া টড়া এখন রাখ'। নাগরটীকে ফিরিয়ে আনবার একটা উপায় কর। আগে নাগরীর

চোখের নিভান আলো জ্বাল',—তার পর প্রাণ পূরে ছড়া ব'লো।

পৌর্ণ। আহা! ভক্ত বৎসলের নির্ম্মল প্রাণে কালি প'ড়েছে; সরল হৃদয়ে আঘাত লেগেছে। নির্ম্মম জগতের নির্ম্মমতায় ব্যথিত হ'য়ে, আর কি তিনি আসবেন?

রাধা। তবে এ জলবিম্ব জীবন এই খানেই লয় হ'ক না। আঁধাররাজ্যে চিরদিন বাস, কার সাধ?

পৌর্ণ। নিরাশার মরীচিকায় আত্ম সমর্পণ ক'রে হৃদয়ের স্বপনার বিসর্জ্জন ক'রনা! যাকে ভালবাসি যাকে আপনার ব'লে জানি, মনে শত সহস্র অবিশ্বাস জন্মালেও, সে কখনও পর হয় না। এখন এক উপায় আছে। তিনি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ-অভিমুখে গেছেন, যদি তুমি বলরামের বেশ ধ'রে, সেখানে গিয়ে, তাঁকে ডেকে আনতে পার, তবে আবার তাঁরে পাবে। দেখ', অভিমান মন থেকে দূর কর। চোখে দেখবে, আপনার ভালবাসার বুকে ভালবাসার প্রতিদ্বন্দ্বির মূর্ত্তি। তাতে কুণ্ঠিতা হওনা, প্রাণে সঙ্কোচ এন' না। বেশ জেন, প্রকৃতি চিরদিন সৃষ্টি সম্মিলিত; পূর্ণিমার কোলে, পূর্ণচন্দ্রের শোভা, হৃদয়ের অনুরাগ যোগ্য পাত্রের জন্য সৃজিত।

রাধা। মান অভিমান পুড়ে ছাই হ'ক; নারী-হৃদয়ের গর্ব্ব, বিস্মৃতির অতল জলে ডুবে যাক্। প্রাণের যেখানে যতটুকু স্নেহ আছে, সমস্ত টেনে নিয়ে, শত লাঞ্ছনায় বুক পেতে দিয়ে, আমি তাঁর পায়ে ঢেলে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তুমি ত' জান, আমি আর কারও মুখ দেখিনি। আমি কেমন ক'রে বলরামের বেশ ধ'রবো।

ললিতা। (যে) হাস্‌লে হাসে, কাঁদ্‌লে কাঁদে,—
তোমার মুখ চেয়ে।
(যে) অকূল পারে,—যেতে পারে,
হাত দুখানা বেয়ে॥
বাজ দিলে, যে, বুক পেতে নেয়,
মুখে হাসি ভরা'॥
আপনাকে যে বিলিয়ে দিয়ে,—
সাধে দেছে ধরা॥
সে তোমার তরে, কি না পারে বল প্রাণ সই?
(তার) চোখের কথায়, দেবেনা যায়, এমন চতুর কই?

পৌর্ণ। তবে চল, সকলে মিলে মহাদেবের আরাধনা ক'রে, সিদ্ধি প্রার্থনা ক'রে ল'য়ে, কার্য্য সিদ্ধির উদ্দেশে যাত্রা করি! তিনি করুণাময়, ব্যথিতের বেদনা আপনার প্রাণে বুঝ্‌বেন।

রাধা। সে যদি না আসে, সে যদি না হাসে,
আশার সঞ্চার যদি না হয়।
আকুল অন্তর, তুচ্ছ সে সাগর,—
অনুকূল বায়ু যদি না বয়।
এ ছার জীবন, দিব বিসর্জ্জন,
কি সুখ লইয়া ফিরিব ঘর।
ধর্ম্ম কর্ম্ম যত, হ'ক অপহৃত,
ঘুচুক সংসার আপন পর॥

(সকলের প্রস্থান।)

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বনমধ্যে পথ।

বালকবেশে চন্দ্রাবলী ও জনৈক সখীর প্রবেশ।

গীত।

চন্দ্রাবলী। আসি ব'লে গেছে সে আমার।
আস্‌বো ব'লে যে যায় চ'লে,—
ফিরে সেকি আসে না আর?
যে আমার আঁধার প্রাণে, শুধু হেসে আলো আনে,—
মরা মন জেগে ওঠে যার মধুর গানে;—
(সে) পলক হারা হ'লে—সারা
হৃদি মাঝে হাহাকার!!—
(আমার) হাসিটুকু চুরি ক'রে, থাক্‌বে কিসে প্রমোদ ভরে?
দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দেবে প্রাণের সুখ হ'রে?
(আমি) শ্মশান ধ'রে রব প'ড়ে
একটী পাশে এ ধরার?

সখী। কে জানে তোমার প্রেমের ধারা?
এত অযতন তবু প্রাণ মন,—
স'পিয়া তাহারে হওলো সারা?
সকলি ত্যজেছ—কি আর রেখেছ'?
কুল, লাজ, মান,—কি আর আছে?

এসেছ এবেশে,—চ'লেছ' ত' ভেসে
কোথায় আশ্রয় কাহার কাছে ?

চন্দ্রা। আশা কি সজনি আশাই রবে ?
সুধুই পিয়াস, না মিটিবে আশ,—
আশার সুসার কভু না হবে ?
সে কিলো আমার নহে আপনার ?
মুখের কথায় রয়েছি ভুলে—?
এমন কি হয়—? সে যে প্রেমময়,—
কীটভরা তার প্রণয়-ফুলে ?
তাহার কারণে, নারীর জীবনে,
ক'রেছি লো যাহা, করেনি কেহ !
কত গুরুভার,—সহি অনিবার,
আরত বহে না ভঙ্গুর দেহ।
পর যেইজন, ক'রেছি আপন,
আত্মজনে সেই হ'য়েছে পর ?
গৃহের সকলি দিছি জলাঞ্জলি,
বাহির এখন ক'রেছি ঘর !!
জানত' সজনি, গভীরা রজনী,—
হ'য়েছে আমার দিবস মত !
চুপি চুপি রাতে—নিশিথিনী সাথে
আসি কানাকানি করিলো কত !
না-না সে আমার—আমি যে তাহার,
ভ্রম-আবরণে আবৃত শুধু !

বুঝি আসে অই, শুন প্রাণ সই,—
শুষ্ক পত্র নড়ে, আইল বঁধু!

সখী। প্রেমাতুরা ধনি! নহে পদধ্বনি
সমীর পরশে নড়িছে পাতা!
প্রাণ বঁধু তোর, বাঁধা প্রেমে তোর,
ও কোমল হৃদে শুধুই ব্যথা!!

চন্দ্রা। সই!
ব্যথা ভালবাসি ব্যথাই চাই!
তারি কথা ল'য়ে, যেন এ হৃদয়ে,
চিরদিন সই ব্যথাই পাই॥
যদি ঠেলেপায় কত সুখ তায়,
মধুরতা যদি আরোবে বাড়ে!
ওঠে ভাব মনে, তাহারি কারণে
এত জ্বালা হায়! তবু কি ছাড়ে?

গীত।

মনে মনে মনের ব্যথা সই!
এলে পরে, অমনি সরে—
সরম খেয়ে রই!!
সাধে সই সাধে এসে,—সাধে সাধে যাবে ভেসে,
সোহাগ আদর ভাসবে সাগর,
প্রাণে প্রাণে সই!
শুধুই আশা রাখি পুষে, পিয়াস মিটে কই?

(বনবিহারিণীগণের নৃত্য গীত করিতে করিতে প্রবেশ।)

স'য়েছে মন সইবে কত মানা মানে না!—
বুক ভেঙ্গে যায়—জ্বালায় সারা—তবু বোঝে না!
ব্যথা যার আছে প্রাণে, সেকি তাই ব্যথাই জানে?
ব্যথা খায়—ব্যথাই সে চায়,
ব্যথার ব্যথা সে—জানে না!!
যে যে সই ব্যথায় আছে, থাক্ সেই সেই ব্যথার কাছে
যে পায়নি ব্যথা না পাক্ ব্যথা,
জগৎ যেন এই ভোলেনা॥

(বনবিহারিণীগণের প্রস্থান।)

(নেপথ্যে বংশিধ্বনি)

চন্দ্রা। সই কি শুনি,—কি শুনি? আমার চিরজীবনের চিরপরিচিত স্মৃতি, আমার প্রাণের সুর, গহনে গিয়ে প্রতি-ধ্বনিত হ'চ্চে! হৃদয়ের ছায়া, যেন আমার হৃদয় ছেড়ে, দূরে পালিয়ে গিয়ে, গলা ছেড়ে ব'ল্চে,—"আমি পালিয়ে এসেছি!" চ'সখি চ' আমার প্রাণের সুর ধ'রে এনে প্রাণে পূরে রাখি, আমার ইহজীবনের অই সুর টুকুই যে সম্বল! ওটুকু হারালে—আমি কি ধ'রে বাঁচবো?

(বংশীধ্বনি করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

চন্দ্রা। (শ্রীকৃষ্ণের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া)

গীত।

কাঁদাতে কি ভালবাস' নিদয় হৃদয়!
কঠিনতা ভরা তুমি, ছি ছি প্রেমময়!!

অবশ নয়ন ভাসে, সুধা কি গরল আশে?
বাসনা বিবশা মন কি ভাবে বিকাশে?
দেখ' এসে—বুকে মিশে হুতাশে জীবন বয়॥
শ্রীকৃষ্ণ। হৃদি-সরে হৃদি লতা, ভাসিয়া কহলো কথা,
সে প্রেম অটুট হয়—যে বোঝে ব্যথা;—
মিলেছে ব্যথায় ব্যথি হ'য়েছে প্রেমের জয়॥
(বনবিহারিণীগণের প্রবেশ ও নৃত্য গীত)
ভাব সাগরে প্রমোদ ভরে—ভাসিয়ে দেনা বিভোর প্রাণে।
ছোটে লহর থর্-থর্-থর্ বইছে সুধা কানে কানে॥
ধরেনা লো মধুর মাধুরী, মরি উজলে মধুরে লুকোচুরি,
কে বোঝেরে সাধের কারিকুরি;
(আহা) সাধে সাধে কতই ছাঁদে ধরাধরি প্রেমের টানে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বনমধ্যে শিবমন্দির।

শ্রীরাধা, পৌর্ণমাসী, বৃন্দা, ললিতা ইত্যাদি পূজায় নিযুক্তা।

গীত।

শ্রীরাধা। জানে সবে দয়াময়।
ধর কত মায়া, পাষাণ কায়া, পাষাণ প্রাণ' ত' তোমার নয়॥

স্বার্থ অবলার মান কর দুঃখ অবসান,
প্রেমময় আশুতোষ, করুণা নিধান ,—
(আহা) হৃদয়'পরে, শ্মশান ধ'রে, দেখাও ভাল প্রেমের জয় ॥

ভুজঙ্গ ভূষণ, ভূধরবাসী।
ভবানী-ভাবুক-ভব দুখ নাশী॥
বিভূতি ভূষিত, চন্দন চর্চ্চিত
ফুল দল চুম্বিত,—বীত বিলাসী ॥
শশাঙ্ক লাঞ্ছন, শঙ্কট ভঞ্জন,
কৃপা কর কাতরে—করুণা বিকাশী।

দিগম্বর! উদয় হও! পদাশ্রিতাকে বঞ্চিতা ক'র না! জীবনের সর্ব্বস্ব তোমার করুণার উপর নির্ভর ক'চ্চে। তুমি অন্তর্য্যামী, অন্তরের হাহাকার, তোমার কাছে অবিদিত নাই।

(শিবলিঙ্গ ভেদ করিয়া মহাদেবের আবির্ভাব ॥

মহা। লীলাময়ি! একি ভ্রম! আচ্ছন্ন ক'রেছে
হৃদিমোহ প্ররোচনা? আরাধনা কর
কার? হৃদয়ের দ্বার করি উদ্ঘাটন
কর দরশন, সূক্ষ্ম এক শিরাপরে
শত শত ব্রহ্মাণ্ড স্থাপিত; প্রতিদিন
আমা সম লক্ষ লক্ষ জীবের সৃজন,
নিধন সেইমত পুনঃ। চরণছায়া
করিয়া আশ্রয়, তোমারি আদেশ মত,

জগতের কেন্দ্রস্থলে, ভীমশূল করে
আধিপত্য ক'রেছি বিস্তার; ঘোর রব
'সংহার' 'সংহার'। ব্যোম, অনিল, অনল,
স্থল, জল, রবি, শশী, গ্রহ, তারা আদি
তব নিয়ম অধীন চিরদিন। জড়
বা অন্তর, উভয় জগতে, অবিদিত
কিবা আছে? মাত্র উপলক্ষ হ'য়ে সাধি
আদেশ তোমার; সর্ব্ব কার্য্যে তুমি মূল।

(সিঙ্গা দিয়া অন্তর্ধান।)

সখিগণ। গীত।

ফুট্‌লো সাধে হৃদি-শতদল।
দুলচে ধীরে ধীরে সমীরে ভাবে ঢল ঢল॥
সোহাগ-লহর সইলো ব'য়ে যায়, থির কমল অথির হ'য়ে ধায়,
কি এক নিধি পেতে যেন উধাও প্রাণে হায়!
আপন পানে ফিরে না চায়, ছুট্‌ছে অবিরল॥

বৃন্দা। নাগরবেশে হেসে হেসে আয়লো নাগরী!
মনচোরে আন্‌বো ধ'রে ভাঙব চাতুরী॥
চিন্‌বে'না লো নারীর বেশ,
কোথা তোর সে এলোকেশ?
সাধে ঢলি ফুলের কলি হৃদ্‌-কাননে সই!
তেমন ক'রে গরব ভরে উঁকি মারে কই?

নিতম্বেতে রঙ্গ ভারি
ঠাট্ ঠমক্ কই নাই ত' তারি,
(যেন) উথ্‌লে সাগর, ব'য়ে লহর, ধীর টানেতে চলে !!
(তোর) নয়না হানা সে নিশানা, বাঁধা যেন কলে !!

ললিতা। সই! শ্যামের বুকে, শ্যাম-সোহাগিনীকে দেখে মুখে কি কথা স'র্‌বে? আমি কেমন ক'রে আপনাকে বজায় রাখ্‌বো, তাই ভেবে সারা হচ্ছি।

বৃন্দা। ওলো বুঝেছি বুঝেছি—
(সে) মুখের হাসি, দেখ্‌লে যে প্রাণ দাসী হ'তে চায়!
যতই দাগা থাকুক্ বুকে, লুটিয়ে পড়ে পায়॥
মানের ফাঁসি যায় লো ছিঁড়ে, অভিমানে ছাই।
প্রাণের তুফান সাথে চলে, সইলো যেচে তাই !!
আপন টানে পড়্‌বি ধরা থাক্‌বে না লো জারি!
ভাব্ বুঝে সই অভাব আসে, (প্রেমে) কারিকুরি ভারি॥

ললিত। মনের স্রোতে যাব ভেসে, নয় ত কঠিন তত!
আপন বশে রাখ্‌বো প্রাণে, গরব কি তার এত?

(রাধাকে দেখাইয়া)

(ও) চরণ-ছায়া বুকে ধরি', জগৎ করি জয়!
বিভোল হ'য়ে থাকি সদা, হয়কে করি নয় !!
নামের গুণে,—কিনা হয়?
পলকে উঠে প্রলয়,—
সুখের বাসা ভেসে যায়, ধরার দৃষ্টি খোলে।
কি ছার লো সই মিছার প্রেমে, ভরা যদি ভোলে?

ললিতা। গীত।

চলে যাই ভাঙব গরব থাক্‌ব লো সই গরব ভরে।
কইব কথা, লাগ্‌বে ব্যথা, ব্যথা কি সই আমায় ধরে॥
যদি কেউ আপন করে, দেখাই কত তারি তরে,
ভেসে যাই ভাসিয়ে ভাসি, চমক লাগাই থরে থরে॥
ভাঙা প্রাণ ভেঙে দিয়ে, আসি তার সোহাগ নিয়ে,
পিয়াসে ছুটবে চকোর প'ড়্‌বে সুধা ঝরে ঝরে॥
আলোকে বাতি জ্বালাই, আঁধারে স'রে পালাই,
হাস্‌ব' মধু, পড়্‌বে বঁধু, ধর্‌বে লো সই আদর ক'রে॥

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ।

শ্রীকৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলী।

শ্রীকৃষ্ণ। গীত।

চারু ছবি হৃদে আঁকি বিভোলা পরাণ।
বাজিছে নীরবে কত সুখ স্মৃতি গান॥

ছাড়ি প্রাণ ধরা কায়া, যেনরে পাগল পারা,
চ'লেছে কি স্রোতে ভেসে আপন হারা?
মিশে যায় তারি সনে, বুকে ধ'রি ও বয়ান।
মুছে যাক্ মন হ'তে কুল লাজ মান॥

শ্রীকৃষ্ণ। কথা ক'চ্চনা যে?

চন্দ্রাবলী। কি কথা কইব?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার কি এখনও ছেলে মানুষটী হ'তে সাধ যায়, কি কথা কইবে, শেখাতে হ'বে?

চন্দ্রাবলী। হাঁ তুমি শেখাবে! তোমার কাছে শিখ্‌তে আমি বড় ভালবাসি।

শ্রীকৃষ্ণ। বটে! তবে একটু হাস! না তাও শিখ্‌তে হবে।

চন্দ্রাবলী। হাস্‌ব'? হাসব'! যদি হাসিমুখ চিরদিন রাখ! আপনার ব'লে চিরদিন আদর কর। দেখ, আমার বেশি আকিঞ্চন নাই, পদ সেবার দাসী বু'লে, পায়ে ফেলে রেখে দিও। যেন তোমার কোলে মাথা রেখে, তোমার মুখ পানে চেয়ে চেয়ে ইহজীবনের খেলাটা সাঙ্গ ক'রে যেতে পারি! এই আমার প্রার্থনা! হাস্‌তে চাচ্চিনা কেন জান! হাস্‌লেই কাঁদতে হবে! দেখ, আমি যেন কেমন হ'য়ে যাচ্চি! যেন আমার সর্ব্বস্ব, তোমার ওই সুন্দর, অতল স্পর্শ, রম্য মুখভাবের মধ্যে, ঢেলে দিয়ে, মিশিয়ে যাচ্চি! যেন আমার ধরার দৃষ্টি, অন্ত জগতে গিয়ে প'ড়েছে! আহা সে জগৎ কত সুন্দর,— কত সুন্দর!

গীত।

খুলে নেরে মোহ আবরণ।
পেয়েছি আঁধারে আলো, ফুটেছে নয়ন॥
কে আমার আমি কার, পেয়েছি যে আপনার,
বাঁধিতে কি পারে আর মায়া মোহ ছার;
যতদিন ধরা'পরে, রব ধ'রে ও চরণ॥

(নেপথ্যে ঘন ঘন শিঙা নিনাদ,
উভয়ে চমকিত হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করণ)

(বলরাম-বেশে ললিতার প্রবেশ,—চন্দ্রাবলীর পলায়ন,—
শ্রীকৃষ্ণকে ধরিয়া রঙ্গভূমির মধ্যস্থলে আসিতে আসিতে
ললিতার রূপ প্রকাশ)

ললিতা। গীত।

ললিতা। ছি ছি হে নিদয়, আর কত সয়?
মরম বেদনা মরমে বাজে।
শ্রীকৃষ্ণ। যে যাতনা প্রাণে, ব্যথিত যে জানে,
ফুটিব কেমনে বাধে যে লাজে॥
ললিতা। প্রমোদে প্রমোদা সঁপিয়াছে প্রাণ,—
শ্রীকৃষ্ণ। স্মৃতির বাসনা,—সে প্রাণের [প্রাণ!
ললিতা। এ কেমন তব—প্রেম-প্রতিদান?
শ্রীকৃষ্ণ। প্রেম-প্রতিমা হৃদয় মাঝে!!

(শ্রীরাধাকে লইয়া পৌর্ণমাসি, বৃন্দা ইত্যাদি সখিগণের
প্রবেশ ও শ্রীকৃষ্ণের করে সঁপিয়া দেওন শ্রীকৃষ্ণ
লজ্জাবনত মুখে দণ্ডায়মান।)

গীত।

সখিগণ। খুলে গেল নবীন প্রেমের ফাঁস।
অত সাধের ভালবাসা, ফুরাল কি আশ?
মরম বিনে বাজ্‌লো তানে, মিলা'ল' কি আপন প্রাণে?
প্রাণে প্রাণে পড়্‌লো দাগা কি অভিমানে?
গেঁথে মালা সুধুই জ্বালা, নিবে গেল বাস॥

গীত

শ্রীরাধা। ভুলাতে ললনা বঁধু, কি মোহিনী জান'!
ঠেলেছ চরণে তবু বোঝেনাত' প্রাণ'!
মিশাতে কমল পায়, যেচে মন তবু ধায়,—
লাজ বাধা ঘুচে যায় কোথা থাকে মান'॥

গীত।

শ্রীকৃষ্ণ। এস ধরি হৃদি'পরে আদরে হৃদয়-ধনে।
অনাদরে হেমহারে রেখেছিনু অযতনে!!
ও মুখে মধুর হাসি,—হাস' হাসি ভালবাসি,—
বাসনার সীমা ওই তাই অভিলাষি;—
ভুলে থাকি বিধুমুখি। প্রেম-প্রীতি যতনে!!

গীত।

সখিগণ। কেমন মোহন ছবি ওই।

চাঁদের পাশে মধুর হাসে, কুমুদিনী সই ॥

ঢুলে ঢলে হেসে হাসি,

হৃদে ঢালি সুধা রাশি

উথলে প্রেমের ধারা আপনা ডুবে রই ॥

যবনিকা পতন।